# মায়া-কাজল



## রূপকথা

রূপকথা হ'লেই এক থাকে রাজপুত্তুর আর থাকে একরাজকন্যে। আমাদের রূপকথায় কিন্তু রাজপুত্তুরও নেই, রাজকন্যেও নেই।

এক থাকে মুখ্যু—নাম তা'র উজবুক্ মিঞা। বেচারী রোজগার কর্‌তে পারে না—দিন রাত স্ত্রী'র মুখনাড়া খায়। একদিন উজবুকের স্ত্রী শিরী গালাগালি-মন্দ ক'রে উজবুক্‌কে দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। মনের দুঃখে উজবুক স্থির কর্‌লে, এ প্রাণ আর রাখবে না—বেচারী মরে বাঁচবে।

উজবুক্ ডুবে মরবে—জলে নেমে দেখ্‌লে জল-পরীদের নাচ, তারা যেন ডাকছে—"আয়, আয়, আয়।"

হঠাৎ চোখ চেয়ে উজবুক্ দেখে—এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা—মৌথ মানে যমদূত তা'র সামনে দাঁড়িয়ে। বেচারীর আত্মারাম ত' ভয়ে খাঁচা-ছাড়া হ'বার উপক্রম। মৌথ বল্‌লে—"মর্‌তে তুই পাবি না, মর্‌বার সময় তোর হয়নি।"

মর্‌বারও উপায় নেই শুনে উজবুক ত' কেঁদেই আকুল। উজবুক তা'র দুঃখের কথা সব খুলে বল্‌লে মৌথকে।

## চরিত্র-লিপি

| | |
|---|---|
| উজবুক : | তুলসী লাহিড়ী |
| হকিম : | গণেশ রায় |
| কড়োরীমল : | নন্দকিশোর |
| মৌথ : | মধুসূদন |
| নবাব : | বিজয় মজুমদার |
| শিরী : | উষাবতী (পটল) |
| বাঈজী : | ফুল্লনলিনী |

মৌথের মনে দয়া হ'ল—সে উজবুক্‌কে একটা কৌটো দিলে—তা'তে ছিল "মায়া-কাজল"! সে কাজলের এমনি গুণ, চোখে লাগিয়ে যে কোনও রুগীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই রোগীর মাথার কাছে মৌথকে দেখা যাবে। মৌথ যদি রোগীরবাঁদিকে থাকে, তাহ'লে সে রোগী বাঁচবেই, আর যদি ডান্ দিকে থাকে স্বয়ং খোদাও তাকে বাঁচাতে পার্‌বেন না।

এই "মায়া-কাজল" পেয়ে উজবুক হকিমী সুরু ক'রে দিলে। হকিম উজবুকের এখন ভারী নাম, পসার আর ধরে না। পয়সার গরমে উজবুক্ ভুলে গেল গরীবদের—

একদিন হকিম উজবুক্ সায়েবের নিজেরই অসুখ হ'ল, ভারী অসুখ—বাঁচে কি ম'রে। কৌতূহলবশে উজবুক্ চোখে কাজল মেখে দেখে, মৌথ তা'র ডান দিকে দাঁড়িয়ে। বেচারীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল। একদিন যে প্রাণ স্বেচ্ছায় নষ্ট কর্‌তে চেয়েছিল, সেই প্রাণের মমতা আজ উজবুক্‌কে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ পাওয়া ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, পত্নীর ভালবাসা, সুখ, শান্তি, ইহকালের যা' কিছু প্রার্থনীয় সব কিছু পেয়ে হারাবার চিন্তা তা'কে উন্মাদ ক'রে তুল্‌লে।

তারপর ? হ্যাঁ, তারপর—তারপর—উজবুক কি ভাবে, কি সর্ত্তে নব-জীবন লাভ করলে, তা "মায়া-কাজল" ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌বেন।

বাঈজী—

গোলাপ হ'য়ে ফুটব তোমার প্রেমের গুলিস্তানে,
বুলবুলিদের গানখানি আজ গাইবো কানে কানে।
সুর্‌মা করে আঁখির পাতায়,
বন্ধু আমার রাখবো তোমায়—
গোলাপ-ঠোঁটের রঙীণ প্রলাপ আঁকবো তোমার প্রাণে॥

———

চিত্র-পরিবেশক : এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রীবিউটার্স

Copyrights reserved by Shree Bharat Lakshmi Pictures, Calcutta.

Printed & Engraved by Amiya Dey, at Multi-Color Printing & Process Works.